সম্প্রীতি

সালাম আজাদ

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় ভাইভা

ফরিদপুরের প্রবীণ শিক্ষক তারাপদ ঘোষ খবরটি প্রথম জানিয়েছিলেন টেলিফোনে। এবার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হলে ২০ নম্বরের ভাইভা দিতে হবে। তার কাছ থেকে এ খবরটি যেদিন জেনেছিলাম তার ৩ দিন পর প্রথম আলো এ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল, 'মেডিকেল কলেজে ভর্তি নীতিমালায় পরিবর্তন, আবার মৌখিক পরীক্ষা' পরের দিন অর্থাৎ ২৪ ডিসেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল, 'মেডিকেলে আবার ভাইভা ত্রাস কেন?/ ফের দুর্নীতির বীজ'! আর ২৫ ডিসেম্বর দৈনিক সংবাদ এ বিষয়টি নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ভাইভা তুলে দেওয়া হয়। ভাইভা নামের প্রহসন মেডিকেলে ভর্তির গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হওয়ার কারণেই তখন তা তুলে দেওয়া হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েটসহ দেশের প্রায় সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতিপ্রবণ মৌখিক পরীক্ষা বা ভাইভা তুলে দেওয়া হয়েছে। এভাবে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেখানে ভর্তি প্রক্রিয়া দুর্নীতিমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে বিএনপি ক্ষমতা গ্রহণের অব্যাহিত পরেই দেশের ১৩টি মেডিকেল কলেজে এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় নতুন করে ভাইভা নামক 'দুর্নীতির বীজ' বপন করার প্রক্রিয়া চলছে। ১৮ জানুয়ারি মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাইভা নামের আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০ নম্বরের মধ্যে ১ নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ৫০০ থেকে হাজার জনের আগে-পিছে চলে যাওয়া। একই সঙ্গে এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা হওয়ায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। সুতরাং মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার ভাগ্য নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করবে এবারের নতুন সরকারের আমলের মৌখিক পরীক্ষা নামের প্রহসন। আগে ভাইভা নিয়ে যে কি প্রহসন হয়েছে তা বোঝানোর জন্য ২৪ ডিসেম্বরের জনকণ্ঠ থেকে এখানে দুটি লাইন পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তুলে দিচ্ছি। জনকণ্ঠ লিখেছে, 'তখন এমনও নজির সৃষ্টি হয় যে, মেডিকেলগুলোতে ভাইভায় কোন মেডিকেল কতো বেশি নম্বর দেবে সেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। বরিশাল মেডিকেলে ২০ নম্বরের ভাইভায় ১৮ বা ১৯ নম্বর দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। রাজনীতি, অর্থ এবং স্বজনপ্রীতির কাছে প্রহসনে পরিণত হয়েছিল তখনকার আমলের ভাইভা।

মেডিকেল কলেজে ৫ বছর পর নতুন করে যে ভাইভা পরীক্ষার প্রবর্তন করতে যাচ্ছে বিএনপি সরকার তাতে ভর্তি প্রক্রিয়া ৫ বছর পর ঠিক পূর্বাবস্থায় পিছিয়ে যাচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষায় ভাইভা নামের 'দুর্নীতি' আবার ভর করতে যাচ্ছে, যাতে শুধুমাত্র মেডিকেলের শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, দেশের মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ যাদের রাজনীতির খুঁটি নেই, অর্থের জোর নেই সেই সব মেধাবী ছাত্র মেডিকেলে ভর্তি হতে পারবে না। অর্থ ও রাজনীতির শক্তিবলে কম মেধাবী ছাত্রও ভর্তি হয়ে যাবে। তারা ডাক্তার হয়ে বের হওয়ার পর দেশের নিরীহ অসহায় রোগীদের জীবন তাদের হাতে বিপন্ন হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যাবে। অপর দিকে মেধাবী ছাত্ররা ভর্তি না হতে পারার কারণে দেশ তাদের চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। এই যে রাজনীতিকরণ, এই যে দলীয়করণ তা থেকে চিকিৎসা সেবাকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজন নয়, অবশ্য কর্তব্য। কারণ চিকিৎসকদের ওপরই রোগীর জীবন-মরণ নির্ভর করে। স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, সাম্প্রদায়িক মনোভাব চিকিৎসা শিক্ষা থেকে সরিয়ে না রাখলে আমাদের রোগীরা যেভাবে দেশের চিকিৎসকদের ওপর আস্থা হারাচ্ছে তার আরো দ্রুত অবনতি ঘটবে বলেই ধারণা করা যায়।

দেশের ১৩টি মেডিকেল কলেজে মোট আসন সংখ্যা ১ হাজার ৪৫০। এর মধ্যে জাতীয় মেধা ভিত্তিতে শতকরা ৭০ ভাগ, অর্থাৎ ১ হাজার ১৫ জন এবং জেলা ও অন্যান্য কোটায় শতকরা ৩০ ভাগ, অর্থাৎ ৪৩৫ জনকে ভর্তি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোটার ভিত্তিতে বিশেষ করে জেলা কোটায় যাদের ভর্তি করা হবে তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে তা সচেতন পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন। কিন্তু ৭০ভাগ জাতীয় মেধা তালিকার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেখানে ৫ বছর আগের সময়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভাইভা নামের প্রহসন দ্বারা যে দলীয়করণ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটানো হয়েছিল তা আবারো ফিরে আসবে। আর সেটা করার উদ্দেশ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে এবারের মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় ভাইভা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাইভা পরীক্ষার ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের প্রার্থীরা আর যাদের অর্থের জোর আছে তারা। কিন্তু যাদের তা নেই! এমন কি যাদের জন্য কোনো কোটাও নেই, এই ভাইভা পদ্ধতির কারণে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যোগ্যতা থাকার পরও তারা মেডিকেলে ভর্তি হতে পারবে না। ভাইভা নামক প্রহসন দ্বারা তাদেরকে অকৃতকার্য দেখানো হবে। কারণ মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ১ নম্বরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে ভাইভা পরীক্ষা নামক প্রহসনের হাতে রয়েছে ২০ নম্বর। যার শক্তি বলে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করে দেওয়া সম্ভব।

একজনকে জানি, ভাইভা নামক প্রহসনের দ্বারা তিনি কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কতোটা বৈষম্য দেখানো হয়েছিল ভাইভা বোর্ডে শুধুমাত্র তার বাঙালি নামের কারণে। ১৫তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে পাস করা মেধাবী ছাত্রী শুভ্রা রহমান। তিনি শুধুমাত্র মেধাবীই নন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার মেধার স্বীকৃতি দিয়েছিল স্বর্ণপদক দিয়ে। তিনি ১৫তম বিসিএস পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেছিলেন। শুভ্রা রহমানকে ভাইভা বোর্ডে ডাকা হলে তার নামের প্রথম অংশটি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান, একই সঙ্গে যিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মনোনীত সদস্য এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিন্তু শুভ্রা রহমান ভাইভা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে কোনো অবস্থাতেই বুঝাতে সক্ষম হননি তার নামটি বাংলা এবং তিনি বাঙালি মুসলমান। তার বাবার নামের 'রহমান' শব্দটি নিজের নামের সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবের অভিমত হচ্ছে শুভ্রা এবং রহমান শব্দ দুটি একসঙ্গে থাকতে পারে না। শুভ্রাকে ভাইভায় পাস করায়নি উক্ত সাম্প্রদায়িক চেয়ারম্যান, তথা ভাইভা বোর্ড। বরং তারই সহপাঠিনী তার চেয়ে অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন একটি মেয়েকে ফরেন সার্ভিসের জন্য নির্বাচিত করেছিল সেই ভাইভা বোর্ড। যার নামটি সর্বাংশে ইসলামিক। শুভ্রা রহমানকে ফরেন সার্ভিস তো নয়ই, বিসিএস-য়েই অকৃতকার্য দেখানো হয়। বর্তমানে তিনি 'স্কলাস্টিকা' নামে একটি ইংরেজি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন।

শুভ্রা নামের জন্য যে বাঙালি মেয়েটিকে সব রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিসিএস পরীক্ষায় ফেল করানো হয়েছিল, আর যাদের নামের সঙ্গে চক্রবর্তী, ব্যানার্জি, সাহা, দাস, মণ্ডল রয়েছে সেইসব বাঙালির পরিণতি কি দাঁড়াবে এবারের ২০ নম্বরের মেডিকেল ভাইভা পরীক্ষায় সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

ফরিদপুরের স্কুল শিক্ষক তারাপদ ঘোষ মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় ভাইভার নিয়ম করায় পূর্ববর্তী সময়ের কথা মনে করে যেমন শঙ্কিত, তেমনি শঙ্কা প্রকাশ করেছে এদেশের প্রগতিশীল পত্রপত্রিকা। এই শঙ্কা ও আশঙ্কা থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও মুক্ত নয়। তাই মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০ নম্বরের ভাইভা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে চারদলীয় সরকারকে দলীয়করণ স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার পথ থেকে সরে যাওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

২৭ ডিসেম্বর ২০০১

সালাম আজাদ : লেখক ও মানবাধিকারকর্মী।

DEC 31 2001